শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ

সাদিয়া উর্মি

১। শিক্ষার্থীর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন নানা বিষয়ে কথা বলা এবং আদর করার মাধ্যমে। এতে করে শিক্ষার্থীরা নিজের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা বোধ করবে এবং শিক্ষকদের প্রতি ভরসা অনুভব করবে।

২। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভালোবাসা দেখান

শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসা দেখাবেন, তাদের ভালোবাসা দিবেন, এতে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। যদি সে ভুলও করে, তাকে দেখিয়ে দিন, সে একটা ভুল করে ফেলেছে এবং ভবিষ্যতে যেন এরকম ভুল আর না করে।

৩। ক্লাসের মধ্যে একই নিয়ম অনুসরণ করা

এক্ষেত্রে সবসময় একই নিয়ম ও নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের এতে অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করুন। পাশাপাশি তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন, কী জন্য, কী কারণে তারা নিয়ম মেনে চলবে।

৪। শিক্ষার্থীদের সামনে আদর্শ শিক্ষক/শিক্ষিকা হয়ে উঠুন

ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে এমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করুন যাতে শিক্ষার্থীরা আপনাকে দেখে শিখতে পারে, কীভাবে কথা বলতে হয়, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার বা আচরণ করতে হয়। যেমন আপনি চান আপনার ছাত্র-ছাত্রীরা সবসময় হাসিখুশি থাকবে ও ভালো ব্যবহার/আচরণ করবে। সেক্ষেত্রে আপনাকেও ভালো ব্যবহার/আচরণ করতে হবে এবং হাসিখুশি থাকতে হবে। তখনই তারা আপনাকে দেখে শিখবে।

৫। ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ করার ও পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া

শিক্ষার্থীদের বয়স কম হলে, তাদের পছন্দমতো খেলা খেলার সুযোগ দিন। এতে করে তাদের সহযোগিতা করা হবে এবং পছন্দ করার ক্ষমতাও দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাদের এমন কাজ ও পড়া পড়তে দিন যা তারা একসঙ্গে করতে ও শিখতে পারে। শিক্ষার্থীদের বয়স বেশি হলে (যেমন ১৪/১৫ বছর), তাদের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে, অনেকগুলি সিদ্ধান্ত থেকে ২/১টা বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দিন। যেমন

সে হতে চাচ্ছে ফুটবল/ক্রিকেট খেলোয়াড়। কিন্তু আপনি তাকে ডাক্তার হওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে সে যা হতে চায় তা হতে সাহায্য করুন। তার সামনে তুলে ধরুন সে কী কী হতে পারবে এবং প্রতিটির ভালো ও খারাপ দিকগুলি তার সামনে তুলে ধরুন। এগুলি থেকে তার জন্য যেটি সবদিক দিয়ে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা সেটি তার সামনে তুলে ধরুন, যাতে সে সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৬। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন

শিক্ষার্থীদের সবসময় ভালো কাজ করার জন্য, ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বা ভালো কাজ করার চেষ্ট করলে উৎসাহিত করুন। তাদেরকে বলুন:

—তুমি/তোমরা ভালো কাজ করবে;

—তুমি/তোমরা ভালো কাজ করেছো;

—আমি তোমাকে/তোমাদেরকে ভালোবাসি;

—আমি তোমাকে/তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব বোধ করি।

৭। কটুক্তি না করা

কোন ছাত্র বা ছাত্রী ক্লাসে ভুল করলে সবার সমানে কটুক্তি বা টিটকারি/ভর্ৎসনা না করা। সবার সামনে তাকে কটুক্তি বা তিরস্কার করলে তার মধ্যে লজ্জা, অপমান, ভয় এবং হীনমন্যতা দেখা দেয়, ভালো কাজ ও ভালো আচরণ করার ইচ্ছা ও আগ্রহ কমে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে স্কুলে যাওয়ার প্রতি অনীহা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ক্লাস শেষ হওয়ার পর আলাদাভাবে তাকে ডেকে ভুল ধরিয়ে দিন, তাকে বুঝিয়ে বলুন এবং তাকে সাহায্য করুন যাতে সেই ভুল আর না করে।

৮। ছাত্র-ছাত্রীর সমস্যামূলক আচরণ সংশোধন

ক্লাসে কোন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ দেখলে, তা সবার সামনে তুলে না ধরে ক্লাসশেষে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা কী কারণে, কীসের জন্য, কোন সমস্যার জন্য সে এ ধরনের সমস্যামূলক আচরণ করছে। প্রয়োজনে তার বাবা-মার সঙ্গে কথা বলুন, তাদেরকে জানান, তাদের সহযোগিতা চান। আরো বেশি দরকার হলে, স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলুন এবং তার সমস্যা সমাধানের জন্য মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠান। কিংবা স্কুলে কাউন্সিলার বা স্কুল মনোবিজ্ঞানী থাকলে তার কাছে পাঠান। সর্বোপরি তার সমস্যা সমাধান করার জন্য চেষ্টা করুন এবং তার শুভকাঙ্খী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরুন। এতে করে তার মধ্যে,যেমন সমস্যা সমাধান করার ইচ্ছা, আগ্রহ ও চেষ্টা বাড়বে তেমনি নিজের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থাও বাড়বে।

৯। প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বকীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যে ভিন্নতা রয়েছে অর্থাৎ তারা যে (চিন্তা-ভাবনায়, আচরণে, কাজকর্মে) একে অন্যের চেয়ে আলাদা তা মেনে নেয়া এবং সেই অনুযায়ী তাদেরকে তাদের আগ্রহের জায়গাগুলিতে সহযোগিতা করা, যাতে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও প্রভাষক, সাভার গণ বিশ্ববিদ্যালয়